দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

42

সন্ত্রাস প্রশ্নে শিক্ষক সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি 'দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সন্ত্রাস দমনের' সুপারিশ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের কারণ চিহ্নিত করে প্রতিকার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছিলেন। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টের চারদফা সুপারিশের সারকথা হচ্ছে—'দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সন্ত্রাসের মোকাবিলা করা।' এ প্রশ্নে কারো মতভেদের অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করি না। আমাদের বিশ্বাস, সকলেই একে স্বাগত জানাবেন এবং আমরাও জানাচ্ছি। আমরা বিশেষ উৎসাহবোধ করছি এ জন্যে যে, অবশেষে শিক্ষক সমিতিও সন্ত্রাস দমনের উপায় নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, শিক্ষক সমাজ যদি 'দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে' সন্ত্রাস-দমনে আগ্রহী এবং তৎপর হন, এই মহাবিপত্তি থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন থাকবেনা।

শিক্ষক সমিতি শিক্ষাঙ্গনের একটি বড় সংকট নিরসনের চিন্তাভাবনায় যোগ দিয়েছেন, সঙ্কটের স্বরূপ সবার সামনে তুলে ধরেছেন, এটাই আমাদের জন্যে এক বড় পাওয়া। সন্ত্রাসের হাতে কুড়ি বছরে অন্তত চুয়াল্লিশ জনের প্রাণহানি, বছরে কোন একটি মাসও স্বস্তিতে বা সন্ত্রাসমুক্ত থাকতে না পারা, মাসের পর মাস শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকা প্রভৃতি তথ্য অভিনব না হলেও শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে এ উচ্চারণ পরিস্থিতির ভয়াবহতাই নতুন করে প্রমাণ করে। ভাবতে ইচ্ছে করে শিক্ষক সমাজ জাতীয় উদ্বেগের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম ভাবতে শুরু করেছেন।

খবরের কাগজে যাকে 'চারদফা প্রস্তাব' বলা হয়েছে আদতে তার দফা নির্ণয় অসম্ভব। সন্ত্রাস দমন সম্পর্কে এ যাবত যত দাবি যত মহল থেকে উচ্চারিত হয়েছে তার সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতসব দাবি মেটানো সম্ভব হলে সন্ত্রাস দমিত হবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বরং গোটা বিষয়টিকে 'ন'মন তেলের শর্ত' বলেই মনে হয়। এতে নির্দেশিত যাবতীয় করণীয়ের লক্ষ্য সরকার এবং রাজনৈতিক দল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সন্ত্রাস দমনে সরকার ও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির বিশেষ ভূমিকা আছে। তবে, এটাই সব নয়। এতে শিক্ষক সমাজের দায়-দায়িত্বও কারো চেয়ে কম নয়। আলোচ্য রিপোর্টের প্রণেতারা এদিকে মনে হয় নজর দেননি। আর এর ফলে উপস্থাপিত সুপারিশমালা গতানুগতিক হয়ে গেছে। সন্ত্রাসের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, গোড়ায় শিক্ষকদের একটি অংশও একে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এ সত্য অস্বীকার করে জাতি আর সরকারের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনকে পরিচ্ছন্ন দেখার স্বপ্ন সফল হওয়ার নয়। পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার জন্যে হলেও শিক্ষক সমাজকে এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। শিক্ষক সমিতির সুপারিশমালায় এ সংক্রান্ত নির্দেশনা যুক্ত থাকা উচিত ছিল।

দলীয় স্বার্থের প্রতি প্রশ্রয় অক্ষুণ্ন রেখে এ অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়, এ মতের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। কারোই থাকতে পারে মনে করি না। এ সঙ্গে যে কথাটি পরিষ্কারভাবে যুক্ত করা প্রয়োজন তা হচ্ছে এই, দল বলতে কেবল রাজনৈতিক দল বুঝলেই চলবে না। শিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষাঙ্গনে জাঁকিয়ে বসা প্রতিটি কায়েমী স্বার্থকেই হিসাবে রাখতে হবে। কেবল মাত্র তেমন একটা পরিবেশেই সান্ত্রাসরূপী মহাশত্রুর মোকাবিলা সম্ভব।

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন আমাদের সকলের প্রত্যাশা। এ প্রত্যাশা পূরণের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এ সুপারিশমালা যদি কিছু অবদানও রাখে, আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাব। সুপারিশমালায় উপস্থাপিত কতিপয় সাধারণ সত্যের বাস্তবায়ন অবশ্যই কাম্য। আমরা এ সুপারিশমালার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।